দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 22 APR 1997 ...
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

03

# চট্টগ্রাম ভার্সিটির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতরের নিরাপত্তা হুমকির মুখে

**চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা॥** চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই দফতরটি দীর্ঘদিন যাবত চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দাফতরিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে এই দফতরে গোপনীয়তা বলতে কিছুই থাকছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা যখন তখন উক্ত দফতরের গোপন কক্ষে ঢুকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে। দফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কোন তথ্য জানাতে বিলম্ব করলে কিংবা অপারগতা প্রকাশ করলে তাদেরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়। এর ফলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতরের স্বাভাবিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হলেও কারও করণীয় কিছু নেই।

গত ১৫ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রকে প্রবেশের সময় বাধা দেয়া হলে উক্ত দফতরের পিয়ন আবু তৈয়বকে মারধর করে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। একইভাবে কয়েকমাস আগে শিবিরের ক্যাডার মতিন সর্বুরকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতরের গোপন কক্ষে প্রবেশে বাধা দিলে সেকশন অফিসার মোঃ হারুনকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। ফলে বর্তমানে উক্ত দফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের প্রবেশে বাধাদান থেকে বিরত থাকেন। বর্তমান ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আহমদুল হক চৌধুরী নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারে কিছু পদক্ষেপ নিলে সন্ত্রাসীরা টেলিফোনে এবং উড়ো চিঠির মাধ্যমে তাঁকে জীবননাশের হুমকি দেয় বলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জানান। ইতোপূর্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক হাজার জাল ও ভুয়া মার্কশীট-সার্টিফিকেট ধরা পড়ার পরও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়। এছাড়া সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য উক্ত দফতরে আলাদা কোন কাউন্টার ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্র ছাত্রীরা নিয়মিত হয়রানির শিকার হচ্ছে।

বিশ্বস্ত একটি সূত্রে জানা গেছে, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতরের ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও ডেপুটি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবত স্নায়ুযুদ্ধ চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ সিন্ডিকেট পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতরের এসব কর্মকাণ্ড অবগত থাকলেও রহস্যজনক ভূমিকা পালন করছে।